সংবাদ

তারিখ 14 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ঢাকা : শনিবার ৩০ ভাদ্র ১৪২০
Dhaka : Saturday 14 September 2013

সম্পাদকীয়

এনসিটিবিকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসতে হবে

এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিশু-কিশোররা নির্ভুল বই পাবে ২০১৫ সাল থেকে। তাহলে তার আগ পর্যন্ত কি শিশু-কিশোররা ভুল বই পড়বে? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর মেলেনি এনসিটিবির কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। একটি জাতীয় দৈনিক গত বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ বলেছেন, শিশু-কিশোরদের শিক্ষাজীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তাদের চিহ্নিত করা উচিত। এ ক্ষতি অপূরণীয়, ক্ষমার অযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য।

এনসিটিবি ২০১৩ সাল পার করল বিভিন্ন রকম অসঙ্গতিতে ভরা পাঠ্যবই দিয়ে। পরীক্ষামূলক সংস্করণ দাবি করে এনসিটিবি এই বছর রেহাই পেয়েছে। কিন্তু আগামী বছরও পরীক্ষামূলক সংস্করণ কথাটি তুলে দিতে পারছে না বোর্ড। এর কারণ, ২০১৪-তে পাঠ্যবইয়ের শুধু মুদ্রণ প্রমাদ কমানোর চিন্তা করা হয়। কিন্তু সেই চেষ্টাও সফল হচ্ছে না। আর অন্যান্য অসঙ্গতিতো থেকেই যাচ্ছে।

দেশের তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, এনসিটিবি প্রকাশিত বইয়ের গুণগত মান রক্ষা ও নির্ভুলতার দিকে মনোযোগ না দিয়ে নতুন বছর শুরুর প্রথম দিনে শিশু-কিশোরদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার দিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজনৈতিক চাপের প্রতি এ দায়বদ্ধতার পরিণতির শিকার দেশের শিশু-কিশোররা। তারা ভুল শিখছে। ভুল জানছে। সময়মতো বই দেয়ার এ কৃতিত্বের কী অর্থ থাকতে পারে- সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। শিক্ষা বিষয়টিই মূলত গুণগত মানরক্ষা ও তার বিকাশ। শিক্ষা পরিমাণগত কোন বিষয় নয়। ফলে এনসিটিবি একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বইয়ের গুণ ও মানের চেয়ে ওই প্রতিষ্ঠানটি এখন বই ছাপা, বাঁধাই, কাগজ কেনাসহ বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অভিযোগ রয়েছে, এসব কাজের সঙ্গে কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর আর্থিক যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। যে কারণে যাদের গুণগত মানের দায়িত্ব দেখভালের কথা তারাও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকছেন।

অথচ গুণগত মান ও বিষয়বস্তু দেখভালের জন্য এনসিটিবির রয়েছে ৫২ কর্মকর্তার বহর। এ প্রতিষ্ঠানটির ৬৫ কর্মকর্তার মধ্যে এই ৫২ জনই বইয়ের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তাদের মধ্যে ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ১০ জন, বিশেষজ্ঞ ১৫ জন, গবেষণা কর্মকর্তা ২২ জন এবং সম্পাদক পদমর্যাদার পাঁচজন। তথ্য অনুযায়ী, তাদের ৪৬ জনই বিভিন্ন কলেজ থেকে প্রেষণে এনসিটিবিতে এসেছেন। এদের অনেকেই ৮ থেকে ১০ বছর সেখানে চাকরি করছেন। বইয়ের গুণগত মান রক্ষা করাতো পরের কথা। প্রতিষ্ঠানটির জনবলের মানই তো রক্ষা করা হয় না। একমাত্র তদবির, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বমহলের সঙ্গে, রাজনৈতিক কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে সংযোগ এবং রাজনৈতিক আশীর্বাদে এখানে পদায়ন হয়। এটা দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। চাকরির মেয়াদকাল সম্প্রসারণের পর সম্প্রসারণ করে এখানে কর্মকর্তাদের শীর্ষপদে বসানোরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। এসব বিশেষজ্ঞের মান সবসময়ই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও তা অস্বীকার করে না। জনৈক পদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, এনসিটিবি এখন ডাম্পিংয়ের স্থান। অথচ সেখানে সবচেয়ে যোগ্য ও মেধাবীদের ঠাঁই হওয়া উচিত ছিল। ওই কর্মকর্তার মতে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রতিদিন একটি পৃষ্ঠা নির্ভুল করার দায়িত্ব নিলেও বইগুলো ত্রুটিমুক্ত হয়ে যেত। শিক্ষা সচিব মনে করেন, বইয়ের মান ও বিষয়বস্তু দেখভালের জন্য আলাদা কর্তৃপক্ষ থাকা উচিত। এ লক্ষ্যে এনসিটিবিকে দুই ভাগ করে দেয়া উচিত।

আমরা মনে করি, টুকটাক সংস্কারের চেয়ে এনসিটিবির আগাগোড়া সংস্কার দরকার। এখানে পদায়নের ক্ষেত্রে গুণমান রক্ষার প্রশ্নে ন্যূনতম আপসের প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। একমাত্র রাজধানীতে থাকার উদ্দেশ্যে তদবিরবাজির মাধ্যমে লোক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে সবার আগে। দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদদের দ্বারা বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি করে সেখান থেকে এনসিটিবির পদায়ন দিতে পারলে মূল সংকট কাটানো যাবে। এখানে কোন ধরনের তদবির, ক্ষমতাশীলদের অনুরোধের নামে রাজনৈতিক প্রভাব এবং দুর্নীতির মাধ্যমে লোক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

যে বই পঠনপাঠনে আজকের শিশু-কিশোর তার শিক্ষাজীবনের ভিত গড়ে তুলবে, এনসিটিবির ভুলের কারণে শুরুতেই তা যদি নড়বড়ে হয়ে পড়ে তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ কোথায় যাবে তা ভাবতেও আতঙ্কিত হতে হয়। একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই পারে শক্ত হাতে এনসিটিবিকে বদলাতে।